সংবাদ বিজ্ঞপ্তি,

**আসন্ন জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন এবং সার্ক শীর্ষ সম্মেলন প্রাক্কালে অধিকারভিত্তিক নাগরিক সমাজের অভিমত**

# আন্ত:সীমান্ত পর্যায়ের জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়টি সার্ক এবং জলবায়ু সম্মেলনে তুলে ধরতে হবে

**ঢাকা, ২০ আগস্ট ২০১৬:** আজ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় এবং আঞ্চলিক কয়েকটি অধিকারভিত্তিক নাগরিক সংগঠন "Climate Issues in CoP 22 and Islamabad SAARC Summit: Bangladesh Perspectives শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে বক্তাগণ বলেন, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে এই দুটি সম্মেলনেই জলবায়ু উদ্বাস্তু বা স্থানচ্যুতদের প্রসঙ্গটি গুরত্বসহকারে তুলে ধরতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আগামী নভেম্বরে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মরক্কোতে এবং সার্ক শীর্ষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে ক্লাইমেট একশান নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া (কানসা), ক্রিস্টিয়ান এইড, ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, কোস্ট ট্রাস্ট এবং ইক্যুইটিবিডি।

কোস্ট ট্রাস্টের রেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারটি সভাপাতিত্ব করেন পিকেএসএফ'র সভাপতি ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. হাসান মাহমুদ এমপি। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএএস'র ড. আতিক রহমান, সিএসআরএল'র শারমিন্দ নিলমী, কানসা নেটওয়ার্কের সঞ্চয় ভাহসিস্ট, অক্সফামের বাদি অখতার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের মো. মজিবুল হক মনির।

মূল প্রবন্ধে মো, মজিবুল হক মনির বলেন, বাংলাদেশকে আগামী সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে গুরুত্বসহকারে আন্ত সীমান্ত স্থানচ্যুতদের বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অর্থ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই পর্যন্ত তার ৯০% পূরণ হয়েছে, আর নানা জটিলতার কারণে, নানা শর্তারোপের কারণে এই তহবিলের মাত্র ২ শতাংশ বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো সরাসরি বরাদ্দ পেতে সক্ষম হয়েছে। এই তহবিলের বড় একটি অংশই, প্রায় ৮০% বরাদ্দ পাচ্ছে বিভিন্ন বহজাতিক কোম্পানি এমনকি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, এইচএসবিসি ব্যাংক। অক্সফামের বদি আখতার বলেন, জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের ক্ষতি ও বিপর্যয় প্রসঙ্গে ইন্সুরেন্স ব্যবস্থা নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। শারমিন্দ নিলর্মি বলেন, সাকে যৌথ নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলতে পিছপা হলে চলবে না। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ যেহেতু ভারতের অন্যতম প্রধান রেমিট্যান্স আয়ের উৎস্য, ভারতেরও বাংলাদেশের জলবায়ু উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করতে হবে।

সঞ্চয় ভাহসিস্ট বলেন, আঞ্চলিক পর্যায়ে নদী ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে সার্ক দেশগুলোতে সুশীল সমাজের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ড. হাসান মাহমুদ এমপি বলেন, ডারবান এবং কানকুন জলবায়ু আলোচনায় বাংলাদেশ যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, তা এই সম্মেলনে আবারও তুলে ধরতে হবে। তিনি জলবায়ু স্থানচ্যুতদের ব্যাপারে জাতিসংঘের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানান। ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ বলেন, আগামী মরক্কো সম্মেলনে বাংলাদেশকে যথেষ্ট কর্মব্যস্ত থাকতে হবে, তবে শুধু বাইরের সম্পদের উপর নির্ভর করলে আর হবে না। এখন নিজের সম্পদ দিয়ে নিজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

বার্তা প্রেরণ:

রেজাউল করিমচৌধুরী, ০১৭১১৫২৯৭৯২
মোস্তফা কামাল আকন্দ, ০১৭১১৪৫৫৫৯১